# ✱ গণআন্দোলনের কর্মী ছত্রধর মাহাতোর নিঃশর্ত মুক্তি চাই ✱

আমরা, নিম্নস্বাক্ষরকারী ব্যক্তিবর্গ ও সংগঠন সমূহ গত ২৬.০৯.২০০৯ তারিখে সি.আই.ডি. কর্তৃক পুলিশী সন্ত্রাস বিরোধী জনসাধারনের কমিটির মুখপাত্র ছত্রধর মাহাতোর গ্রেপ্তারের তীব্র প্রতিবাদ জানাচ্ছি এবং তাঁর নিঃশর্তে মুক্তির দাবি জানাচ্ছি।

আমরা সবাই দ্ব্যর্থহীনভাবে মনেকরি পুলিশের গ্রেপ্তারে কৌশল চুড়ান্ত ভাবে বেআইনি। কারন, **প্রথমত :** সুপ্রীম কোর্টের আদেশানুসারে (বিখ্যাত ডি. কে. বসু মামলায়), গ্রেপ্তারের সময় পুলিশকে ইউনিফর্ম ও চিহ্ন বহন করতে হবে, গ্রেপ্তারের মুহূর্তে মেমো অব্ অ্যারেষ্ট প্রস্তুত করতে হবে, ধৃতকে দিয়ে স্বাক্ষর করাতে হবে, ইনসপেকশন মেমো তৈরী করতে হবে ও তার অনুলিপি ধৃতকে দিতে হবে, গ্রেপ্তারের কারন জানাতে হবে। শেষোক্তটি ভারতীয় সংবিধানের ২২ অনুচ্ছেদ অনুসারে ধৃতের সাংবিধানিক অধিকারও বটে।

ছত্রধর মাহাতোকে গ্রেপ্তারের ক্ষেত্রে পুলিশ এসব কিছুই মানে নি। শুধু তাই নয়, পুলিশ সচেতন ভাবেই ২০০৬ সালে সংশোধিত ভারতীয় ফৌজদারী কার্য্যবিধির ৫০-এ ধারা ভঙ্গ করেছে।

**দ্বিতীয়ত :** তাই, ভারতীয় আইনে কোনও অনুমোদনই নেই যে পুলিশ অন্য পেশাক ব্যবহার করে কাউকে গ্রেপ্তার করতে পারে। বরং ভারতীয় দন্ডবিধি অনুসারে **"Impostor"** -এর অপরাধে অভিযুক্ত পুলিশ।

**তৃতীয়ত :** সংবাদে প্রকাশ, পুলিশ জানিয়েছে, ছত্রধরের বিরুদ্ধে ২০-২২টি ফৌজদারী মামলা রয়েছে। এই অভিযোগ সম্পূর্ণ মিথ্যা। কারন ছত্রধর গণআন্দোলন কর্মী ও তার বিরুদ্ধে দন্ডবিধি ভাঙ্গার কোনও অভিযোগই ছিল না। ১৩ই জুন পর্যন্ত ছত্রধর মাহাতো নির্বাচিত কমিশনের ও রাজ্য সরকারের সঙ্গে বহুবার আলোচনায় বসেছিলেন। সেই সময় ছত্রধরের বিরুদ্ধে কোনও অভিযোগের কারণ কেউ জানত না। ১৮ই জুনের পর যৌথবাহিনীর অভিযানের পর থেকেই সরকারের তরফে বার বার বলা হয়েছে। গাদা গাদা ফৌজদারী মামলায় ছত্রধর অভিযুক্ত !

সহজেই বোঝা যাচ্ছে, সরকার ও পুলিশ প্রতিহিংসাপরায়ন মনোভাব নিয়েই ছত্রধরের বিরুদ্ধে সাজানো মামলা দায়ের করেছে। পুলিশী সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে আন্দোলনকারীদের শায়েস্তা করার জন্য পুলিশের এই গ্রেপ্তার তা সহজেই অনুমেয়।

আমরা সবাই আবার দাবি করছি, সরকার অবিলম্বে আলাপ-আলোচনায় বসুক এবং তার আগে ছত্রধর মাহাতোকে অবিলম্বে মুক্তি দিক।

আমরা সকল সাংবাদিক বন্ধু ও তাদের সমস্ত পেশাগত সংস্থার কাছে আবেদন জানাচ্ছি, সাংবাদিকতার পেশাকে অপব্যবহার করে কলুশিত করার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করার জন্য ও আইনি পদক্ষেপ নেওয়ার জন্য।

## ব্যক্তিবর্গ :

জয়া মিত্র
তরুন সান্যাল
দেবব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়
সুনন্দ সান্যাল
প্রতুল মুখ্যোপাধ্যায়
আসীম গিরি
অজন্তা ঘোষ
অভিজিৎ মিত্র
শুভেন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়
সান্টু গুপ্ত
সুদীপ্ত দাশগুপ্ত
বিনায়াক সেন
ইলিনা সেন
অরুনদ্ধতি রায়
অমিত ভাদুরী
মধু ভাদুরী
তনিকা সারকার
সুমিত সরকার
সুমিত চৌধুরি
প্রফুল বিদওয়াই
অসীম শ্রীবাস্তব
পাচু রায়
সান্তনু বন্দোপাধ্যায় (টোটাল থিয়েটার)
সুমন্ত বন্দোপাধ্যায় (সাংবাদিক)

## সংগঠন :

AWBSRU
FAMA
TASAM
সহ-নাগরিদের মুক্ত মঞ্চ
মুভমেন্ট
এন.এ.পি.এম
সংহতি উদ্দ্যোগ
গান্ধী পিস্ ফাউন্ডেশান
টোটাল থিয়েটার
উৎনাও - বীরভূম
বীরভূম আদিবাসী গাঁওতা
বৃহী বাঁকুড়া
লোকনদী রিসোর্স সেন্টার
মন্দ্রা লায়ন্স্ ক্লাব
শিল্পী সাংস্কৃতিক কর্মী বুদ্ধীজীবি মঞ্চ
স্ট্রাগেলিং ওয়ার্কাস
মজদুর ক্রান্তি পরিষদ
পি.ডি.এস.এফ
সেজ বিরোধী প্রচার মঞ্চ
ওয়েস্ট বেঙ্গল গভ: এম্প্লয়ীজ ইউনিয়ন(নব পর্যায়)
স্বজন
ওয়েস্ট বেঙ্গল গভ; স্ট্রাগেলিং এম্প্লয়ীজ, ইউনিটি ফোরাম
এ.আই.এস.এ
ক্যানভাস
এন.এ.পি.এন.
হকার্স সংগ্রাম কমিটি